খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)
Editor - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-1, Issue-8 Bardhaman , 30 September 2023 Rs. 2.00 (Four Pages) Publisher - Israil Mallick

এক নজরে

● পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

● ‘পশ্চিমবাংলায় নিয়োগ হবে আর দুর্নীতি হবে না এটা কার্যত কেউ বিশ্বাস করে না’, নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যুতে বিস্ফোরক মন্তব্য সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর।

● অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ! নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করতে পারবে না ইডি, নির্দেশ আদালতের।

● রোজভ্যালির আমানতকারীদের টাকা ফেরাতে দ্রুত ওয়েবসাইট চালুর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ।রোজভ্যালি চিট ফান্ডে প্রায় দেড় কোটি মানুষ তাদের কষ্টার্জিত টাকা রেখেছিলেন।

● লোকসভার পর রাজ্যসভাতেও পাশ হল মহিলা সংরক্ষণ বিল। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পরেই বিলটি আইনে পরিণত হবে।

● মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের কিরীটেশ্বরী গ্রামকে দেশের সেরা পর্যটন গ্রাম হিসেবে নির্বাচিত করল কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক।

● নিয়োগ দুর্নীতি মামলার অগ্রগতি নিয়ে সিবিআইকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

● এলআইসির এজেন্ট ও কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক। নতুন ব্যবস্থায় এলআইসি এজেন্টদের গ্র্যাচুইটির সীমা তিন লক্ষ থেকে বাড়িয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। এজেন্টদের জন্য টার্ম ইন্সুরেন্স কভারেজ বর্তমানে রয়েছে তিন থেকে দশ হাজার টাকা ।নতুন ব্যবস্থায় তা বাড়িয়ে করা হচ্ছে ২৫ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ৩০ শতাংশ অভিন্ন হারে এলআইসি কর্মচারীদের পরিবারিক পেনশন প্রকল্পেও অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক। এর ফলে ১৩ লক্ষেরও বেশি এজেন্ট এবং এক লক্ষেরও বেশি কর্মচারী উপকৃত হবেন।

● হুগলি জেলায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা নিয়োগ কমিটির সদস্য হলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র এবং ভাইস চেয়ারপার্সন হলেন সিঙ্গুরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী বেচারাম মান্না।

● আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি বিহীন সম্পত্তি থাকার অভিযোগে গ্রেফতার রামপুরহাট থানার কোটিপতি কনস্টেবল মনোজিৎ বাগীশ !

● শান্তিনিকেতনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করল ইউনেস্কো, খুশির হাওয়া বিশ্বভারতীতে।

● ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটিতে থাকবে না সিপিএম। স্মদেশে বিজেপির বিরুদ্ধে এবং রাজ্যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার হবেক্ষ্ম, সিপিএমের পলিটব্যুরোর বৈঠকে সিদ্ধান্ত।

● রাজ্য পালের বিরুদ্ধে মামলা হয় না, বললেন রাজ্য বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দোপাধ্যায়।

● ‘শুধু তৃণমূল নেতাদের উন্নয়ন হয়েছে। মমতা ব্যানার্জির ভাইদের উন্নয়ন হয়েছে, উনার ভাইপোর উন্নয়ন হয়েছে। যারা টালি বাড়িতে থাকত আজকে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি হয়েছে ক্ষ্ম, বাসন্তির পালবাড়ির জনসভায় বিস্ফোরক বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল।

● গোয়াতে একটি সেমিনারে গিয়ে হৃদরোগ আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন বর্ধমান

(এরপর চারের পাতায়)

ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্রের নেতৃত্বে বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার এবং বর্ধমান মহিলা থানা পরিদর্শন করলেন বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা

ইসরাইল মল্লিক ঃ মঙ্গলবার হুগলির আরামবাগ উপ-সংশোধনাগার এবং আরামবাগ মহিলা থানা পরিদর্শন করার পর বুধবার বর্ধমানে হাজির

বিধানসভার স্বরাষ্ট্র ও প্রশাসনিক সংস্কার, কারাগার,আইন, বিচার বিভাগীয় ও অসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির আট সদস্যের এক প্রতিনিধি দল। বিধানসভার স্বরাষ্ট্র ও প্রশাসনিক সংস্কার, কারাগার,আইন, বিচার বিভাগীয় ও অসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং
স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারপার্সন তথা ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্রের নেতৃত্বে বুধবার বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার এবং বর্ধমান মহিলা থানা পরিদর্শন করলেন বিধানসভার স্বরাষ্ট্র ও প্রশাসনিক সংস্কার, কারাগার, আইন, বিচার বিভাগীয় ও অসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির আট সদস্যের এক প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলে ছিলেন অরুন্ধতী(লাভলি)মৈত্র, ফিরদৌসী বেগম,সত্যেন রায়, অম্বিকা রায়, আব্দুল গনি,বিশ্বনাথ কারক এবং নাসিরুদ্দিন খান। সংশোধনাগারের পরিকাঠামো এবং কাজকর্ম সবেজমিনে খতিয়ে দেখেন বিধানসভাব স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। এছাড়াও প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়ে খোঁজ নিতে পুলিশ প্রশাসন ও আধিকারিকদের সঙ্গে বিডিএ’র ঋষি অরবিন্দ সভাঘরে একটি বৈঠকও করেন স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ।উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের এসপি আমনদীপ, জেলা শাসক পূর্ণেন্দু মাজি সহ অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ।

এ প্রসঙ্গে বিধানসভার স্বরাষ্ট্র ও

(এরপর দুয়ের পাতায়)

আমফান ঝড়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ৩ বছর পর ক্ষতিপূরণের টাকা ফেরত চাওয়ার অভিযোগ ! তুঙ্গে রাজনৈতিক চাপান উতোর

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আজব ব্যাপার ! ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ৩ বছর পর ফেরত চাওয়া হচ্ছে ক্ষতিপূরণের টাকা ! এমন ঘটনাই ঘটেছে আমফান ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ধনেখালি ব্লকের বেশ কিছু গরিব মানুষদের সঙ্গে। ধনেখালির বেলমুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আকিলপুর গ্রামের সুকুমার রায়ের অভিযোগ, ‘ আমফান ঝড়ে ক্ষতিপূরণ বাবদ আমি দশ হাজার টাকা পেয়েছিলাম ২০২০ সালের আগষ্ট মাসে ।তার ৩ বছর পর এখন ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ক্ষতিপূরণের পাঁচ হাজার টাকা ফেরত চাওয়া হচ্ছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। আমরা গরিব

সহ সভাপতি, ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতি

মানুষ। এখন এত টাকা পাব কোথায় ?’

(এরপর চারের পাতায়)

ক্ষুদে পড়ুয়া মুরসালিমের উপস্থিত বুদ্ধিতে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল রেল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নিজের গায়ের লাল গেঞ্জি খুলে ট্রেন থামিয়ে কয়েকশো যাত্রীর প্রাণ বাঁচাল পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র মুরসালিম ।ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ভালুকা রোড স্টেশনের কাছে।

রেল সূত্রে খবর, ঘটনাটি গত শুক্রবার ২২ সেপ্টেম্বর দুপুর সাড়ে ৩ টের। দুরন্ত গতিতে আপ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস তখন মালদা জেলার ভালুকা রোড স্টেশন পেরিয়েছে। ওই সময় ট্রেন লাইনের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছিল

(এরপর দুয়ের পাতায়)

গোঘাট থেকে চুরি যাওয়া কয়েক লক্ষ টাকার তিল তারকেশ্বর থেকে উদ্ধার করল পুলিশ !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ হুগলির গোঘাট থানা এলাকা থেকে চুরি যাওয়া কয়েক লক্ষ টাকার তিল তারকেশ্বর থেকে উদ্ধার করল গোঘাট থানার পুলিশ ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,গত ২৫ জুলাই হুগলি গ্রামীণ পুলিশের গোঘাট থানার অন্তর্গত কাঠালি এলাকার বাসিন্দা শুভেন্দু দে থানায় অভিযোগ জানান যে ২৪ তারিখ রাতে পচাখালী বাসস্ট্যান্ডে অবস্থিত তার কৃষি জাতীয় পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের দোকান থেকে আনুমানিক ৬০ বস্তা তিল চুরি গেছে। একইরকম ভাবে গত ৪ সেপ্টেম্বর রাতে গোঘাট থানার অন্তর্গত শালঝার বাসিন্দা কুশ কুমার নন্দীর শালঝারে অবস্থিত গোডাউনের তালা এবং শাটার ভেঙে সমস্ত মজুদ করা তিল কেউ বা কারা চুরি করে। উভয় অভিযোগের ভিত্তিতে গোঘাট থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয় এবং তদন্তকারী অফিসার গোপন তথ্যের উপর ভিত্তি করে ঘটনার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের খোজ শুরু করে। অবশেষে গত ১৭ সেপ্টেম্বর গোঘাট থানা ঘটনার সাথে যুক্ত ৭ জন আসামীকে গ্রেপ্তার করে এবং একই সঙ্গে তাদের কাছ থেকে তালা ও শাটার ভাঙ্গার অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়। এরপর তাদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে গত ১৮ তারিখ ঘটনার সাথে যুক্ত আরেকজনকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর আসামিরা চুরি করা তিলের বস্তাগুলি যেখানে বিক্রি করেছিল সেখানে তদন্তকারী

(এরপর তিনের পাতায়)

খবর সোজাসুজি

Volume-1 Issue-8 30 September 2023

আধার আতঙ্ক !

বর্তমানে ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় সব কিছুতেই এখন আধার সংযোগ যেন বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছে। আধার ছাড়া আপনি অচল। জন্ম থেকে মৃত্যু, রেশন থেকে জমি রেজিস্ট্রেশন, মোবাইল সিম থেকে ব্যাংক, পোস্ট অফিস, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্রই এখন আধার আবশ্যিক। সব জায়গাতেই দিতে হচ্ছে আঙ্গুলের ছাপ। আর এর ফলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়তো আপনার বায়োমেট্রিক তথ্য আপনার অজান্তেই চলে যাচ্ছে হ্যাকারদের হাতে। আর ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। এভাবেই আধার যেন আমার আপনার জীবনে আঁধার নিয়ে আসছে। এখন আবার যেখানে সেখানে ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে উঠেছে সাইবার ক্যাফে। ব্যাংকের ঝামেলা এড়িয়ে চলতে সেখান থেকেও আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে অনেক মানুষ টাকা তুলছেন। কিন্তু অনেক সাইবার ক্যাফের বিরুদ্ধেও গরিব মানুষের কষ্টার্জিত টাকা তাদের অজান্তে তুলে নেওয়ার অভিযোগ প্রায় শুনতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র গুলোও সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। তাই দিন দিন আতঙ্ক বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। যদিও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরন্তর প্রচার চলছে আধার জালিয়াতির বিরুদ্ধে। সক্রিয় পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগ। সিম কার্ড কেনার সময় অথবা ব্যাংক সিএসপি থেকে টাকা তোলা বা জমা দেওয়ার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে। এমনকি এমআধার অ্যাপে গিয়ে নিজের বায়োমেট্রিক তথ্য লক করে রাখারও পরামর্শ দিচ্ছেন তারা। যেখানে সেখানে আঙুলের ছাপ দিয়ে টাকা তুলতে নিষেধ করা হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে। কিন্তু বাস্তবে এটা কতটা সম্ভব? সবাই তো আর স্মার্ট ফোন ব্যবহার করেন না। তারা কিভাবে তাদের বায়োমেট্রিক তথ্য লক করবে? এ প্রশ্নটাও তো অবান্তর নয়। অন্যদিকে আবার কেন্দ্রীয় সরকার বা আধার কর্তৃপক্ষের দাবি, নাগরিকদের বায়োমেট্রিক তথ্য সুরক্ষিত। তাহলে প্রশ্ন,এত জালিয়াতি হচ্ছে কি ভাবে ? কেন ব্যাংকে গচ্ছিত মানুষের কষ্টার্জিত টাকা তাদের অজান্তেই চলে যাচ্ছে হ্যাকারদের হাতে ? ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে অ্যাকাউন্ট? এর দায় কার ? আধার কার্ডের বায়োমেট্রিক তথ্য সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব তো সরকারের। সরকারকেই নিশ্চিত করতে হবে মানুষের সুরক্ষা। তাই আধার আতঙ্ক কাটাতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করুক সরকার। আধার যেন মানুষের জীবনে আঁধার নিয়ে না আসে, এটা নিশ্চিত করতে হবে সরকারকে।

হচ্ছে কেমন....

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

বেশ হচ্ছে...বেশ হচ্ছে, **খবর সোজাসুজি**,
হাতে পেলেই, চলছে কেমন -- সেই খবরই খুঁজি।
নেই তো কোন খবর দূষণ,বেশ তো পরিচ্ছন্ন,
অল্প দিনেই জায়গা দখল, ধন্য,তুমি ধন্য।
বেশ গুছিয়ে ছাপছ খবর, গ্রামের কথার পাড়ার,
আলোয়-আলোয় ভরুক ওরা খবর-ঘরে ভাঁড়ার।
তারায় মেলে নয়নতারা -- দেখার মত চোখ,
ভুলিয়ে সে দেয় আম-জনতার অভাব ভোগের শোক।
অভাব ভোলার জবাব দেবে **খবর সোজাসুজি**,
মনের জোরে বিরাট ধনী, নাই বা থাকুক পুঁজি।
খবরই তো মরা-গাঙে আনতে পারে বান,
খবরই তো অন্ধকারেও শোনায় আলোর গান।
খবরই তো দৃষ্টি হীনে দেখায় চলার পথ,
খবরই তো বিজয়-কেতন উড়িয়ে চালায় রথ।
খবরই তো মুক্ত করে অঢেল আবর্জনা,
খবরই তো মরুর পথে সিক্ত জল-কণা।
খবর সোজাসুজি,আহা,সোজা পথেই চলুক,
যাদের কথা হয় না বলা,তাদের কথাই বলুক।
গ্রাম-বাংলার খুচরো খবর যাক শহরের বাজার,
খবর সোজাসুজি'র হাতে মিষ্টি খবর--হাজার।
চলছে এবং চলবে.....
জনগণের মনের কথা বলছে এবং বলবে.....

পুজোর বাজার

পার্থ পাল

বাজারে আলুর মতো অর্থকরী ফসলের দাম নেই। নেই একশ দিনের কাজের উৎফুল্ল মজুরিও। রোগ, ডাক্তার, প্যাথলজিক্যাল টেস্ট, ওষুধের গেঁড়াকলে ধুঁকছে আপামর বাঙালি। এসব ভাবনা মাথায় রেখেই যদি বড়সড় কোন বস্ত্রালয় বা মলে ঢুকে পড়েন, তবে আপনার ভিড়মি খাওয়া নিশ্চিত!

কারণ, সেখানে এখন উপচে পড়ছে ভিড়। ভিড়ে ভারী মহিলারাই। তারাই একের পর এক শাড়ি দেখানোর বায়না করছেন। হাসিমুখে তা মেটাচ্ছেন কর্মচারীরা। পিছনে বসে জুলজুল করে তাকিয়ে আছেন কর্তামশাই। দোকানের উপরে প্লাইউডের মাচা। সেখানে জামা কাপড়ের স্টক নিয়ে বসে আছেন দুজন কর্মী। নিচে থেকে অর্ডার যাওয়া মাত্র শিলা-বৃষ্টির মত সেখান থেকে শাড়ি-বৃষ্টি হচ্ছে। কত কি যে তাদের নাম! তসর, জামদানি, টিস্যু, ঘিচা, ইকত, সম্বলপুরি, ভাগলপুরি, বালুচুরি, শিপন, অগ্যাঞ্জা...। কর্তামশাই দার্শনিকের মত ভাবেন, একই শাড়ি, একই কাজ, অথচ তার কত নাম, ঢঙ! ঘন্টা দুয়েকের রগরানির শেষে কিছু কাপড় মনে ধরে গিন্নির। 'যাক্, বাঁচা গেল' ভেবে বিল মেটাতে গিয়ে কর্তাটি দেখেন, সেখানেও রীতিমতো লাইন। বেশিরভাগই এখন 'ফোন পে'-য়ার। তাই 'নেট নেই', আর ' স্ক্যান হচ্ছে না '-র বাধা পেরিয়ে কেবল টাকা ঢোকার 'কুঁ-কু, কুঁ -কু ' আওয়াজ। এরই মধ্যে আছে বাচ্চাদের চিল চিৎকার আর বেয়ারা বায়না। তাদের বেলবটম প্যান্ট, ক্রপটপ, সারারা, পালাজো, জিন্স, জ্যাকেট টাইপ শার্ট, কোয়ার্ডের দাম শুনলে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

সে সম্ভাবনাকে দূরে রাখতে 'মল'ত্যাগ করে রাস্তার ওপারের বস্ত্রালয়ে ঢুকলে দেখতে পাবেন অন্য ছবি। সেই অভিজাত বস্ত্র প্রতিষ্ঠানটির মালিক, কর্মচারীরা মাছি তাড়াচ্ছেন। সেখানেও অঢেল পোশাক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মলের থেকে দামে কম। কর্মচারীরা যত্ন করে দেখাবেন। তবুও 'মার্কেট হপার'রা ভিড় ঠেলে, লাইনে দাঁড়িয়ে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে, অবিরাম সহ-ক্রেতাবন্ধুদের ঠেলা খেয়ে ঢুকতে চাইবেন মলেই। এসির হাওয়া, ঝকঝকে পরিবেশ আর ' সবাই যায়, তাই আমিও যাই' মানসিকতার দাক্ষিণ্যে শপিংমলগুলির এখন আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ। তুলনায় ভালো আছে ফুটপাতের বস্ত্র বিপনীগুলি। যাঁদের ভেবেচিন্তে দিন কাটাতে হয়, তাঁদের 'সব পেয়েছি'-র সাহারা এগুলোই। জুতোর ফিতে থেকে মাথার টুপি সবই মেলে এখানে। তবে এসব কেনার জন্য দরদাম করার অসীম ক্ষমতার প্রয়োজন। সে ক্ষমতার অধিকারীরা অবলীলায় পাঁচশ টাকার জিনিস দেড়শ টাকায় করায়ত্ত করতে পারেন। বেশিরভাগই তা পারেন না। তাই মোটের উপর দোকানদারের হাসি চওড়াই হয়।

অন্যদিকে যাদের ভিড় ভাট্টা একেবারেই না-পছন্দ, তাঁদের জন্য অনলাইন তো আছেই। নেট খুলে কাপড় বাছো আর অর্ডার করো। ব্যস। আপনার দুয়ারে হাজির হবেন অর্ডার সাপ্লায়ার বা বেচুবাবুরা। এই নির্ঝঞ্ঝাট ই-কেনাবেচার চাহিদা এখন চরমে। সময় ও ঝক্কি বেঁচে যাওয়ায় ক্রেতারা ডেলিভারি চার্জের বোঝাকেও আমল দিতে নারাজ।

তবে, তলানির ক্রেতারা অপেক্ষা করেন মহালয়া পর্যন্ত। ততদিনে ঝাড়াই বাছাই হয়ে দোকানে পড়ে আছে সরেস ক্রেতাদের অপছন্দের পোশাকগুলি। যেগুলি তখন দোকানদারদেরও মাথাব্যথা। তাই নামমাত্র লাভে তা বিক্রি করাই হয়ে ওঠে তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সুযোগটাই কাজে লাগান কম রেস্তের ক্রেতারা। এ কেনাকাটা চলে মহাপঞ্চমী পর্যন্ত। তবে সে পোশাক কেনাতেই কর্তামশাই-এর কাজ শেষ হয়ে যায় না। বাড়ির লোকেদের কাছে সঠিক কথাজালে পরিবেশন না করতে পারলে সব-ব খরচই মাটি। ছেলে মেয়ে পা ঠুকবে ; গিন্নির হবে গোঁসা। এমনই এক পরিবারে, মহাষষ্ঠীর দিনে নতুন কাপড় পেয়ে গিন্নি রেগে আগুন। সেই কাপড়ে নাকি তাঁকে একেবারেই মানাবে না। শুনে কর্তা জানালেন, সেই কাপড়টি নেওয়ার জন্য নাকি দোকানে তিনজন মহিলা ক্রেতা হামলে পড়েছিলেন। রীতিমতো তাদের সঙ্গে লড়াই করে তিনি শাড়িটিকে গিন্নির জন্য এনেছেন! কর্তার এমন ভালোবাসার কথাজালে গলবেন না, তেমন গিন্নি আছেন নাকি!

যাত্রা-কথা

প্রভাস পাল

শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন 'যাত্রায় লোকশিক্ষা হয়।' লোকশিক্ষার বাহক যাত্রাপালা বছরের পর বছর চর্চার ফলে গ্রামবাংলায় সাড়া জাগিয়েছিল। গ্রামে পূজা, পার্বণ, উৎসব, মেলায় আবশ্যিক ছিল বাৎসরিক যাত্রানুষ্ঠান। পেশাদার যাত্রাপার্টি কলকাতা থেকে এসে যাত্রা করতো কিছুদিন আগেও। ছিল পেশাদার যাত্রাপার্টির যাত্রা শোনার হিড়িক। পেশাদার যাত্রা শিল্পীদের অনুসরণ করতো গ্রামের যুবকরা।সব মিলিয়ে যুবকরা যাত্রায় পেত বেঁচে থাকার অক্সিজেন। আগে যাত্রাপালায় স্ত্রী চরিত্রগুলি পুরুষরাই করতেন। পুরুষদের মহিলা সাজানো হত।সে জন্য মহিলা পরিচ্ছদ রাখতে হত সাজঘর মালিকদের।পরে অবশ্য সব স্ত্রী চরিত্র গুলির জন্য মহিলা শিল্পী ভাড়া করা চালু হলো।

যাত্রাপালাকার গৌড়চন্দ্র ভড় মহাশয় সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক পালা রচনা করে সারা বাংলায় সুপরিচিত হয়েছিলেন। উনি বলতেন, পালা রচনার পদ্ধতির কথা। যাত্রাপালায় করুন রস যেমন থাকবে, তেমনই থাকবে হাস্যরস। ভাঙন থাকবে আবার মিলনও থাকবে। কথা প্রসঙ্গে উনি বলেছিলেন, 'ধরুন, মঞ্চে অভিনয় চলাকালীন একটা দৃশ্যে হয়তো মিলনের সুর। দর্শক খুশি হয়ে বিড়ি ধরাচ্ছেন।ঠিক তখনই একটি চরিত্র মঞ্চে প্রবেশ করে জানালো, এই মিলন হবে না! চমকিত দর্শকের হাতের বিড়ি হাতেই রয়ে গেল; ধরানো হল না। সবসময়ই কি হবে, কি হবে ভাব।'

যাত্রাশিল্পটি মুখ থুপড়ে পড়ল পরবর্তীকালে কিছু যাত্রাদল মালিকের অতি লোভে। তাঁরা চটজলদি মুনাফার জন্য কঠিন পরিশ্রম করা যাত্রাশিল্পীদের পরিবর্তে সিনেমা থিয়েটার থেকে আয়েশি শিল্পীদের মনোনীত করলেন। তার সঙ্গে আলোর কারসাজি করে দর্শককে ভেলকি দেখানোর চেষ্টা করলেন। ফলে যাত্রার পদ্ধতিটি পাল্টে গেল। পালা রচনার কাহিনীর বাঁধন আলগা হল। ফলে যাত্রার 'রেট' বাড়াতে হল। যাত্রা মান হারালো। দর্শক খরচ করে প্যান্ডেলে ঢুকে যাত্রার সেই স্বাদ পেলেন না। দর্শককে ফাঁকি দিতে এসে যাত্রা ফাঁকে পড়ে গেল। যাত্রাশিল্পও ছোট হতে হতে থমকে গেল। যদিও এখন রেডিও ও টেলিভিশনে নিয়মিত যাত্রা অনুষ্ঠান হয়। রাজ্য সরকার যাত্রা উন্নয়নে যথেষ্ট সচেষ্ট। প্রতি বছর হচ্ছে যাত্রামেলাও।

যাত্রাকে স্বমহিমায় ফিরে পাওয়া অসম্ভব নয়। যাত্রাকে ভালবাসতে হবে। উপলব্ধি করতে হবে। পরিকল্পনা করে অল্প খরচে যাত্রা পরিবেশনের পথ বের করতে হবে। শিক্ষার প্রসার হওয়ার ফলে ছেলেমেয়েদের আগের মতো আড়ষ্টতা নেই। তাই স্ত্রী চরিত্রগুলি বাড়ির বা পাড়ার বা গ্রামের মেয়েদের দিয়ে পরিবেশন করতে হবে। মঞ্চ ও আলো সাধারণ হলেও অভিনয়কে হতে হবে জোরালো। অভিনয়ের সময়কাল হতে হবে অল্প। সেইমতো পালা রচনা করতে হবে। চরিত্র সংখ্যা কম করতে হবে। আপাতত, এই পদ্ধতি চললেই কিছুদিনের মধ্যে যাত্রা আবার তার স্বমহিমায় ফিরে আসবে। এ ব্যাপারে আমি আশাবাদী।

(প্রথম পাতার পর) **ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্রের**

প্রশাসনিক সংস্কার, কারাগার,আইন, বিচার বিভাগীয় ও অসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারপার্সন তথা ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র বলেন, ''রাজ্যের সব জেলার সংশোধনাগার এবং বিভিন্ন থানা আমরা পরিদর্শন করছি। অভাব অভিযোগ থাকলে শুনছি।সরকারী বিভিন্ন প্রকল্প ঠিক ঠাক ভাবে রূপায়িত হচ্ছে কিনা সেই সব বিষয়েও খোঁজ খবর নিচ্ছি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন তা বোঝার জন্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গেও বৈঠক করছি। ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে সেগুলো আমরা বিধানসভায় আলোচনা করব।''

(প্রথম পাতার পর) **ক্ষুদে পড়ুয়া মুরসালিমের উপস্থিত বুদ্ধিতে**

মুরসালিম ।যে রেললাইন ধরে এক্সপ্রেস ট্রেনটির আসার কথা, সেখানে একটি জায়গায় বড় গর্ত দেখতে পায় খুদে। তার মনে প্রশ্নে জাগে, রেললাইনে উপর এত বড় গর্তের ফলে কোনও বিপদে পড়বে না তো ট্রেনটা? ভাবতে ভাবতে পরনের লাল টি-শার্টটা খুলে ফেলে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া। সেটা মাথার উপর ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে যায় ট্রেনের দিকে। ওই ভাবে খুদেকে দেখে ট্রেনটি থামিয়ে দেন চালক। ছুটে আসেন রেলের লোকজন । ছেলেটির কাছে সমস্ত কথা শুনে তাঁরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান। দেখেন, সত্যিই রেললাইনের তলায় একটা গভীর গর্ত। এরপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় লাইন মেরামতির কাজ। ট্রেনটি সুষ্ঠ ভাবে গন্তব্যে পৌঁছায়। খুদের এই সাহসকে বাহবা দিয়েছে রেল। দারুণ খুশি মুরসালিমের পরিবার সহ গোটা গ্রাম। আচমকা তাকে নিয়ে এমন উচ্ছ্বাস দেখে লজ্জায় রাঙা হয়ে গিয়েছে লাল টি-শার্ট খুলে ট্রেনের সামনে দৌড়ে যাওয়া মুরসালিম।

ফেসবুকে প্রেম থেকে বিয়ে ! বিয়ের ৩ মাসের মধ্যেই স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাপ থেকে প্রেম , তারপর বিয়ে। বিয়ের তিন মাসের মধ্যেই সম্পর্কের করুণ পরিনতি। স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবী পরিবারের। সোনারপুরের একটি বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেনীর ছাত্রী ছিল পিঙ্কি মাইতি। এবার তার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় তার সাথে আলাপ হয় ঈশান দাসের। সোনারপুরেরই যুবক ঈশান দাসের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে পিঙ্কি। বিষয়টি দুই পরিবারে জানাজানি হলে পিঙ্কির পরিবার থেকে বিয়েতে বাধা দেওয়া হয় ।এরপর পরিবারের অমতে পালিয়ে গিয়ে মাত্র তিনমাস আগে জুন মাসে বিয়ে করে ঈশান ও পিঙ্কি। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই পিঙ্কির উপর অত্যাচার শুরু হয়। পিঙ্কির দিদির কাছে হঠাৎ ফোন আসে তার বোন অসুস্থ। তারপর সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে দেখেন অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে পিঙ্কি। তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন। এই ঘটনায় ঈশান সহ তার পরিবারের বিরুদ্ধে খুনের

অভিযোগ দায়ের করা হয় সোনারপুর থানায়। পিঙ্কির পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ঈশানকে গ্রেফতার করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন বারুইপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি মোহিত মোল্লা।

খানাকুল থানার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার হল চুরি যাওয়া বাইক

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করল খানাকুল থানার পুলিশ।খানাকুল থানার অন্তর্গত মাইনানের বাসিন্দা শ্যামল সামন্ত দু'বছর আগে ছেলের জন্য একটি KTM RC ১২৫ বাইক কেনেন। প্রতিদিন তিনি কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পর বাড়ির সামনেই বাইকটি রাখতেন এবং তার ওপর একটি কভার দিয়ে দিতেন। গত ২৪ জুলাই রাতে একই রকম ভাবে বাইকটি তিনি বাড়ির সামনে রেখেছিলেন কিন্তু পরের দিন সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কাজে বেরোনোর উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চক্ষু চড়ক গাছ। কারন বাইকটি আর সেই

জায়গায় নেই। বুঝতে পারলেন কেউ বা কারা সেটি চুরি করেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ খানাকুল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খানাকুল থানা তদন্তে নামে। গত ২৭ আগস্ট খানাকুল থানা একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং সে পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন বিভিন্ন জায়গা থেকে চুরি যাওয়া মোট ছয়টি বাইক উদ্ধার করা গেলেও শ্যামল বাবুর KTM RC ১২৫ বাইকটি উদ্ধার করা যায়নি।গত শনিবার রাতে গোপন সূত্রের উপর ভিত্তি করে দমদম এলাকা থেকে অবশেষে শ্যামল বাবুর সাধের বাইকটি উদ্ধার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

'লোক শিল্প বাঁচাও,লোক শিল্পী বাঁচাও' স্লোগানকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্প সঙ্ঘের জেলা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল গত শনিবার দুপুরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর সিপিএমের দলীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে। যেখানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কর্মকর্তারা।

লোক শিল্প বাঁচাও লোক শিল্পী বাঁচাও স্লোগানকে সামনে রেখে গত শনিবার দুপুরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর সিপিএমের দলীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোক শিল্প সংঘের উদ্যোগে পালন করা হয় বাৎসরিক জেলা সম্মেলন। এবারের তাদের সম্মেলন ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করেছে।এদিন একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সংগঠনের জেলা সম্মেলন পালন করা হয়।এদিনের জেলা সম্মেলনের বিষয়বস্তু উঠে আসে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য লোক শিল্প বাঁচাও ও লোক শিল্পী বাঁচাও। যেখানে আগামী দিন এই সংগঠন আরো কি করে লোক শিল্প ও লোক শিল্পীদের নিয়ে ভালো কাজ করবেন সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়।এদিনের এই পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোক শিল্পী সংঘের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক প্রশান্ত কুমার মৈত্র সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

জামালপুর ব্লকের পাড়াতল ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের গোহালদহ পঞ্চায়েত অফিসের সামনে থেকে গাড়লমুড়ি গেট পর্যন্ত রাস্তার বর্তমান অবস্থা !

মা আসছে... ধনেখালির বদ্যিপুর এলাকার ছবি।

সিঙ্গুর আন্দোলনের প্রথম শহীদ রাজকুমার ভূলের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না।

পুলিশের মানবিক উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ হুগলী জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম বহড়াশোল। বহড়াশোল থেকে আরামবাগের দূরত্ব প্রায় ৩৫ কিমি। এই গ্রামের মানুষের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম বাস।বাসে নিকটবর্তী আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল যাওয়ার জন্য সময় লাগে প্রায় ১ঘন্টা ৩০ মিনিট। বহড়াশোল গ্রামের মানুষ প্রধানত কৃষিজীবী। হুগলি জেলা গ্রামীন পুলিশের গোঘাট থানার অন্তর্গত বদনগঞ্জ বিট হাউসের পরিচালনায় এই গ্রামের মানুষদের জন্য বুধবার বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। উক্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে ১৫০ জন সাধারন মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের দ্বারা শারীরিক পরীক্ষা করানোর পর প্রয়োজনীয় ডাক্তারি পরামর্শও দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যের সচেতনতা সম্পর্কে গ্রামের মানুষদের অবগত করানো হয়। ভবিষ্যতে এরকম প্রত্যন্ত গ্রামে আরও এই ধরনের কর্মসুচী গ্রহন করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।উক্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের এসডিপিও অভিষেক মন্ডল , সিআই আরামবাগ, ওসি গোঘাট থানা, ইন চার্জ বদনগঞ্জ বিট হাউস সহ অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ।

কুলি অবতারে রাহুল গান্ধী !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এবার কুলি অবতারে দেখা গেল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে। বৃহস্পতিবার ২১ সেপ্টেম্বর সকালে দিল্লির আনন্দ বিহার রেলস্টেশনে হঠাৎই কুলিদের লাল জামা পরে হাজির হন তিনি। মাথায় একটি নীল রঙের ব্যাগ তুলে কিছুদূর বয়েও নিয়ে যান তিনি। স্টেশন চত্বরে কুলিদের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে কথা বলেন ও তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন রাহুল গান্ধী। বিভিন্ন পেশার মানুষদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে জনসংযোগ করতে রাহুলকে আগেও দেখা গিয়েছে। দিল্লির করোলবাগ এলাকার একটি গ্যারাজে মিস্ত্রিদের সঙ্গে বসে বাইক সারাতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। সাম্প্রতিক আমেরিকা সফরে রাহুল ওয়াশিংটন থেকে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত ট্রাকে সফর করেছিলেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ট্রাকচালকেরা দৈনন্দিন কী কী সমস্যায় পড়েন, তা নিয়ে রাহুল কথা বলেন ওই ট্রাকচালকের সঙ্গে। জুলাই মাসের গোড়ায় হরিয়ানার সোনিপতের মাদিনা গ্রামে কৃষকদের চাষ করতে দেখে প্যান্ট গুটিয়ে নিজেই চাষ করতে নেমে পড়েন রাহুল। চালান ট্র্যাক্টরও। এমনকি কৃষকদের জন্য আনা খাবারও খাটিয়ায় বসে সকলের সঙ্গে ভাগ করে খান রাহুল। এবার রাহুল গান্ধীকে দেখা গেল কুলি অবতারে।

খানপুরে কানানদীর ওপর ডিভিসি'র লকগেট নির্মাণের কাজ শেষের পথে।

দ্রুত গতিতে চলছে ধনেখালি ব্লকের গুড়বাড়ি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চোপা হাসপাতালের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ।

(প্রথম পাতার পর) **গোঘাট থেকে চুরি যাওয়া কয়েক লক্ষ** অফিসারকে নিয়ে যায় এবং ২১ সেপ্টেম্বর রাতে তারকেশ্বরের তেঘড়ি এলাকায় অবস্থিত সেই গোডাউন থেকে চুরি যাওয়া ৫৬ বস্তা তিল উদ্ধার করা হয় এবং অভিযুক্ত ব্যবসায়ী বিদ্যুৎ পাঁজাকেও চোরাই তিল কেনার অপরাধে গ্রেপ্তার করে গোঘাট থানার পুলিশ। এখনও পর্যন্ত উক্ত দুটি ঘটনায় মোট ৯ জনকে গ্রেপ্তার করল গোঘাট থানার পুলিশ।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর টাকা তছরুপের অভিযোগে উত্তেজনা বারুইপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বোর্ড মেম্বারদের না জানিয়ে গোষ্ঠীর তিন দলনেত্রী সেই টাকা তছরূপ করেছে- এমন অভিযোগকে কেন্দ্র করে বুধবার উত্তাল হল বারুইপুরের শংকরপুর ১ নং পঞ্চায়েত এলাকা।কয়েক হাজার গোষ্ঠীর মহিলারা পঞ্চায়েতে অভিযোগ জানানোর পরে দল বেঁধে টাকার হিসাব জানবার জন্য চড়াও হন সংঘের দলনেত্রী মমতাজ মোল্লার বাড়ি । অভিযোগ, সেখানে এক সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ মমতাজ মোল্লার পরিবারের সদস্যরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় মহিলাদের উপর । হামলায় বেশ কয়েক জন মহিলা জখম হন । বারুইপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে উত্তেজনাময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।এর পরে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি তুলে পঞ্চায়েতের উপ প্রধানের নেতৃত্বে মহিলারা বারুইপুর থানায় আসেন । এই প্রসঙ্গে উপপ্রধান

সন্ধ্যা হালদারের অভিযোগ, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেয়েরা কোনো কাজ পেত না । কোনো মিটিং ডাকা হত না । এই টাকা তছরূপ সমস্যা নিয়ে বারংবার বারুইপুর বিডিও,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও বারুইপুর পশ্চিম তৃণমূলের ব্লক সভাপতিকে জানানো হলেও কোনও প্রতিকার হয়নি । তাই এদিন ক্ষোভ আছড়ে পড়ে ওই দল নেত্রীর ওপর । ঘটনায় বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে পুলিশ ওই অভিযুক্ত দলনেত্রী সহ তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

কন্যাশ্রী ক্লাবের পক্ষ থেকে থানা পরিদর্শন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত ঝাপানডাঙ্গা পরেশনাথ বিদ্যামন্দিরের একাদশ ও দ্বাদশ

শ্রেণীর কন্যাশ্রী ক্লাবের ৩০ জন ছাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা হাজির হন হুগলির ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ থানায়।কন্যাশ্রী ক্লাব প্রোগ্রামের অন্তর্গত 'কিশোরীদের ক্ষমতায়নের কার্যক্রম' অনুসারে তারা গুড়াপ থানা পরিদর্শন করেন।গুড়াপ থানার ওসি প্রসেনজিৎ ঘোষ সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক তাদের থানার শিশুবান্ধব কর্নার, মহিলা হেল্প ডেস্ক, সাম্প্রতিক সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়, নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত করেন।

গুড়াপ থানার মানবিক উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের গুড়াপ থানার পক্ষ

থেকে ভাস্তাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জোলকুলে শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে মঙ্গলবার ১৫০ জন আদিবাসী বাচ্চাদের হাতে নতুন জামা কাপড় তুলে দেওয়া হল। উপস্থিত ছিলেন গুড়াপ থানার ওসি প্রসেনজিৎ ঘোষ,ডিএসপি(ডিএনটি) প্রিয়ব্রত বক্সী সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক, সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

(প্রথম পাতার পর)

আমফান ঝড়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ৩ বছর পর

একই রকম ঘটনা ধনেখালির আরও বেশ কিছু মানুষের সঙ্গে ঘটেছে বলে জানা গেছে।এ বিষয়ে বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তুষার মজুমদার বলেন, ' যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের তো পাওয়াই উচিত। সেখানে দাঁড়িয়ে যারা টাকা পেয়েছে নিশ্চয় তারা দেখে দিয়েছে,ক্ষতিপূরণ যারা পাবে তাদেরকেই দেওয়া হয়েছে। তো সেক্ষেত্রে আবার কি করে পুনরায় তাদের কাছ থেকে টাকা চায় ? ভুল বশত দেয়নি,ওরা চালাকি করেছে। রাজনীতি ভাবে ওরা চেয়েছিল নিজেদের পকেটের লোকগুলোকে দিয়ে, আর কিছু আমরাও পাব, কিছু ওদেরকেও দেব। এরকম নিজেদের পকেট ভরানোর একটা চিন্তা ভাবনা ছিল। এবার হয়তো উপর থেকে কোনো চাপ এসেছে যার জন্য বলছে যে আমাদের ভুল হয়েছে। এটা ভুল নয়, এটা চালাকি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নয়, রাজনৈতিক চালাকি হয়েছে।নাটক বাজি করলে হবে না।ওরা চালাকি করছে। এখন দেখছে যে ,যে প্রাপক নয় তাকে দেওয়া হয়েছে, পকেটের লোককে দেওয়া হয়েছে।এবার ক্যাগ রিপোর্ট তো হয়েছে। এবার সেই রিপোর্টে ধরা পড়েছে দুর্নীতি। এবার তার জন্য টাকা চাওয়া হচ্ছে।' যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।এ বিষয়ে ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষ বলেন, 'আমফান ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বেশ কিছু মানুষের অ্যাকাউন্টে ভুলবশত বেশি টাকা চলে গেছে। কেউ দু'বার ,কেউ আবার তিনবার করে টাকা পেয়েছে।অডিটের পর জেলা প্রশাসন সেই ভুল ধরতে পারে।তাই যাদের অ্যাকাউন্টে ভুলবশত বেশি টাকা গেছে তাদেরকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগেও বলা হয়েছিল টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য। একবছর আগে থেকেই বলা হচ্ছে। বেশ কিছু মানুষ টাকা ফেরতও দিয়েছেন।যারা বলা সত্ত্বেও টাকা ফেরত দেননি এখন আবার চিঠি দিয়ে তাদের কাছ থেকে টাকা ফেরত চাওয়া হচ্ছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। ধনেখালি ব্লকে এরকম প্রায় পাঁচশো জন ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে ভুলবশত বেশি টাকা গিয়েছিল। তারমধ্যে প্রায় দু'শো জন ব্যক্তি টাকা ফেরত দিয়েছেন। এখনও প্রায় তিনশো জন মত টাকা ফেরত দেননি।বিষয়টা হচ্ছে যে আমফানের দুরকমের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল। যাদের বাড়ি উড়ে গিয়েছিল তাদের ফুল,আর যাদের আংশিক ক্ষতি হয়েছিল তাদের হাফ।ফুল যাদের ক্ষতি হয়েছিল তাদের দশ হাজার টাকা,আর যাদের আংশিক ক্ষতি হয়েছিল তাদের পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। জেলায় কয়েক লক্ষ মানুষের দরখাস্ত জমা পড়েছিল।কারো দুটো টালি উড়ে গেলেও সে তো বলেছিল ফুল ক্ষতি হয়েছে। একজন এসডিও'র পক্ষে এত দরখাস্ত তখন ভালো করে দেখা হয়তো সম্ভব হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোই ছিল তখন মুখ্য বিষয়।তাড়াহুড়োর মাথায় হয়তো কিছু ভুল হয়েছে।এতে কোনো রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নেই, মানুষ দেখে দেখে বলা নেই।যাদের ক্ষেত্রে এটা হয়েছে তাদের বলা হয়েছে টাকা ফেরত দিতে। টাকা ফেরত দেবে কি না সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু সে টাকা পেয়েছে দিতে পারছে না এরকম একটা লিখিত তাকে দিতে হবে।টাকা ফেরত দিতে না পারলেও একটা লিখিত দিতে হবে যে আর্থিক দুরবস্থার জন্য আমি টাকা ফেরত দিতে পারছি না। কারণ দেশের নিয়ম অনুযায়ী অডিটে যখন প্যারা আসে তখন প্যারার রিপোর্ট করতে হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতকেও করতে হয়, ব্লককেও করতে হয়, জেলাকেও করতে হয়, রাজ্যকেও করতে হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রেও প্যারা আসে।এই প্যারার উত্তর সবাইকে দিতে হয়।এটা অডিটের নিয়ম। এখন যাদের ক্ষেত্রে লিখিত চিঠি আসছে টাকা ফেরত দিতে না পারলে যে তাদের জমি বাড়ি ক্রোক করে টাকা আদায় করা হবে এটা নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সে বলবে আমি গরিব মানুষ, সরকারের অন্য কোনও জায়গা থেকে কোনও টাকা পাই পাই না।এই টাকা দেওয়া আমার পক্ষে খুবই দুঃসাধ্য বিষয়, আমি টাকা ফেরত দিতে পারব না। সেটাও একটা অডিটের প্যারার পিরামিড। শুধু বেলমুড়ি নয়, প্রত্যেক অঞ্চলেই কম বেশি আছে। তার মধ্যে বেশি আছে সোমসপুর -১এ।'

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অর্থোপেডিক সার্জেন ডাঃ বিপ্লব চ্যাটার্জি।

- ১০০ দিনের কাজের দাবিতে এবং রেল হকারদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সরব আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী।
- আপনারা কি তথ্য আড়াল করার চেষ্টা করছেন ? একজন সাংসদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই, তাঁর বাড়ির ঠিকানা নেই। তাহলে কীসের তদন্ত হচ্ছে ?ক্ষ্ম , নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তির হিসাব নিয়ে ইডিকে তুলোধোনা করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা।
- "বামপন্থীরা সাম্প্রদায়িকতার পাশাপাশি দুর্নীতির বিরুদ্ধেও লড়ছে।সেই লড়াই জারি থাকবে" ইন্ডিয়া জোট প্রসঙ্গে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।
- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৩ অক্টোবর তলব করল ইডি। কিন্তু দিল্লিতে ২ ও ৩ অক্টোবর তৃণমূলের ধর্না কর্মসূচি থাকায় ৩ অক্টোবর ইডি অফিসে যাচ্ছেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
- একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকা আদায়ের দাবিতে ২ ও ৩ অক্টোবর দিল্লিতে ধর্না কর্মসূচি তৃণমূলের।
- ধনেখালি বিধানসভার বাবনান গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নিতকরে শুক্রবার বিকেলে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল এক যুবকের,নাম আনন্দ সরেন, বয়স আনুমানিক ৩৩ বছর। এলাকায় শোকের ছায়া।
- হরিপালের জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাছড়া হাই মাদ্রাসায় শুক্রবার বিকেলে হঠাৎ বজ্রপাতের ঘটনায় আহত ১৫ জন ছাত্রী।আহতদের তৎক্ষণাৎ হরিপাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের মধ্যে ১২ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।এখনও পর্যন্ত ৩ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে বলে জানা গেছে। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই আহতদের দেখতে হাসপাতালে উপস্থিত হন হরিপালের বিধায়ক করবী মান্না।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com